Political Science (GE), SEM - IV

অছি ব্যবস্থা

(The Trusteeship System)

Prof. Md Reja Ahammad

Dept. of Political Science

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হেনেছিল। তার পরবর্তীকালে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি ও স্বাধীনতার দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। সান ফ্রান্সিসকো অধিবেশনে উপনিবেশবিরোধী অশ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রগুলি পরাধীন উপনিবেশের জনগণের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রসংঘের অধিকতর দায়িত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। রাষ্ট্রসংঘের অধীনে অছি ব্যবস্থাকে ম্যান্ডেট ব্যবস্থার উন্নততর সংস্করণ বলে অভিহিত করা যায়। তবে ম্যান্ডেট ব্যবস্থার সঙ্গে অছি ব্যবস্থার পার্থক্য আছে। সনদে অছি পরিষদকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে ও প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলির দায়দায়িত্ব অধিকতর সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। লীগের সময় ইউরোপীয়ান উপনিবেশবাদ কোন গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ইউরোপীয়ান সাম্রাজ্যবাদ গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তারা উপনিবেশবাদের উচ্ছেদ সাধনে রাষ্ট্রসংঘের অধিকতর সক্রিয় দায়িত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

উদ্দেশ্য :

সনদের ৭৬ নং ধারায় অছি পরিষদের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি ঘোষণা করা হয়েছে—

ক) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

খ) অছি এলাকার জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়ন ও স্বশাসিত সরকার অর্জনের দিকে তাদের প্রগতি।

গ) মানব অধিকার ও সকলের মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি।

ঘ) রাষ্ট্রসংঘের সকল সদস্য ও তার নাগরিকদের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যগত ব্যাপারে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান।

অছি ব্যবস্থার অধীনে তিন ধরনের এলাকা অন্তর্ভুক্ত—

১. ম্যান্ডেট ব্যবস্থার অধীনস্থ এলাকা।

২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শত্রুপক্ষের নিকট থেকে অধিকৃত এলাকাগুলি।

৩. স্বেচ্ছাগত ভিত্তিতে অছি ব্যবস্থার কাছে হস্তান্তরিত কোন এলাকা।

৭৯ নং ধারায় যে পদ্ধতি অনুসারে অধীনস্থ এলাকাগুলিকে অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ সভা ও সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছে। প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র (states directly concerned) বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক আছে। ১৯৪৬ সালে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ছাড়া অন্য রাষ্ট্রগুলি এই বিষয়ে একমত হয় যে, প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি বলতে পূর্বতন ম্যান্ডেটরি রাষ্ট্র বা অছি ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রশাসক রাষ্ট্রদের বোঝায়। দশটি অছি এলাকাভুক্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সাধারণ সভার ও একটি সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে ঐ সব রাষ্ট্রের চুক্তি হয়েছে। চুক্তির শর্তাবলীতে প্রশাসক রাষ্ট্রদের অধিকার ও দায়দায়িত্ব ও এলাকাগুলির বিশেষ প্রয়োজনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

অছি পরিষদ (The Trusteeship Council)

গঠন :

অছি ব্যবস্থার উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে অছি পরিষদের সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি প্রধান সংস্থা হিসাবে অছি পরিষদ কাজ করে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত হয়—

১. অছি অঞ্চলগুলির দায়িত্বযুক্ত কর্তৃপক্ষ।

২. নিরাপত্তা পরিষদের সেই সকল স্থায়ী সদস্য যাঁরা অছি অঞ্চলের শাসনকর্তা নন।

৩. ৩ বছরের জন্য সাধারণ সভা দ্বারা নির্বাচিত সদস্যরা। অছি পরিষদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা হল ৫।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী :

সাধারণ সভার অধীনে অছি পরিষদ তার কার্যাবলী সম্পাদন করে। সনদের ৮৭ ও ৮৮ নং ধারাগুলিতে অছি পরিষদের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলি হল—

১. অছি পরিষদ অছি অঞ্চলগুলির প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যে প্রতিবেদন পেশ করে তা বিচার-বিবেচনা করে দেখে।

২. অছি-অঞ্চলের অধিবাসীদের অভাব-অভিযোগ ও দাবি-দাওয়ার আবেদন অছি পরিষদ গ্রহণ করে। সংশ্লিষ্ট অছি-অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর অছি পরিষদ তা বিবেচনা করে দেখে।

৩. অছি এলাকার শাসনব্যবস্থা পরিদর্শন করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ঐ অঞ্চলে অছি পরিষদ পরিদর্শক পাঠাতে পারে।

৪. অছি চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অছি পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে।

৫. অছি এলাকার অধিবাসীদের বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি পরিমাপের জন্য অছি পরিষদ প্রশ্নমালা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে পারে। এর উত্তরের উপর ভিত্তি করেই প্রতিটি অছি এলাকার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সাধারণ সভার কাছে একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করে।

মূল্যায়ন :

১৯৪৬ সালে অছি পরিষদ সৃষ্টি হয় এবং তারপর থেকেই পৃথিবীতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে বাস্তবায়িত করার জন্য অছি পরিষদ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে ১১টি অছি এলাকার মধ্যে ১৯৬০ সালের মধ্যে ৪টি, ১৯৬১ সালের মধ্যে আরও ২টি স্বাধীনতা লাভ করেছে। ১৯৬৬ সালের মধ্যে আরও ২টি এলাকা স্বাধীনতা অর্জন করেছে। পরবর্তীকালে আরও ২টি এলাকা স্বাধীনতা অর্জন করে। এইসব অছি এলাকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অছি পরিষদের কার্যাবলী হ্রাস পেয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের অছি ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীনতার পথে উত্তরণের ক্ষেত্রে অছি এলাকাগুলিকে বিশেষ সাহায্য করেছে। তাই নিকোলাস (Nicholas)-এর ভাষায় বলা যায়— ‘‘১৯৪৬ সালে স্বীয় কার্য শুরু করে অছি পরিষদ নিজ ক্ষমতা ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে।’’ এই ব্যবস্থার সমালোচকরা বলেন যে, সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের এক কেন্দ্র হিসাবে অছি পরিষদ চিহ্নিত হয়েছে এবং অধিকাংশ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। এসব সত্বেও বলা যায় যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা অনেকাংশেই সফল হয়েছে।

Political Science (GE), SEM - IV

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক বিচারালয়

(International Court of Justice of The United Nations)

Prof. Md Reja Ahammad

Dept. of Political Science

গঠন :

ন্যায়বিচারের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের একটি আলাদা সংবিধান আছে। এই সংবিধান 'সংবিধি' নামে পরিচিত। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সংবিধির ৩নং ধারা অনুযায়ী ১৫ জন বিচারপতি নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠন করা হয়। একটি রাষ্ট্র থেকে একাধিক বিচারপতি নিয়োগ করা যায় না। সাধারণ সভা এবং নিরাপত্তা পরিষদে আলাদা আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত ভোটে যেসব প্রার্থী অধিক সংখ্যক ভোট পান, তাঁরা বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন। বিচারপতিগণ ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং প্রতি ৩ বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলি বিচারপতি নির্বাচনে 'ভেটো' ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। বিচারপতি নির্বাচনে ভৌগোলিক বণ্টন নীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। বিচারপতিরা পুনরায় নির্বাচিত হতে পারেন। কোনো বিচারপতি মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পদত্যাগ করতে পারেন। অন্তত ৯ জন বিচারপতি উপস্থিত থাকলে বিচারের কাজ চলতে পারে বা 'কোরাম' হয়। আন্তর্জাতিক বিচারালয়তে ১ জন সভাপতি ও ১ জন সহ-সভাপতিকে নির্বাচন করা হয়। এদের ৩ বছরের জন্য নিয়োগ করা হয়। আন্তর্জাতিক বিচারালয়তে একজন রেজিস্ট্রার, একজন সরকারী রেজিস্ট্রার ও প্রয়োজনমতো কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। রেজিস্ট্রার এবং সহকারী রেজিস্ট্রারকে ৭ বছরের জন্য নিয়োগ করা হয়।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কার্যাবলীকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) স্বেচ্ছামূলক (Voluntary)

(২) আবশ্যিক (Compulsory)

(৩) পরামর্শদানমূলক (Advisory)

স্বেচ্ছামূলক (Voluntary) : আন্তর্জাতিক আদালতের স্বেচ্ছামূলক এলাকা আছে। এই এলাকা অনুযায়ী আদালত বিবদমান পক্ষগুলির সম্মতি অনুসারে বিচারের দায়িত্ব

গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক আদালত একাধিক রায়ের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করেছে যে, বিবদমান পক্ষের সম্মতিতেই আদালতের বিচারসম্মত ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে। বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক আদালত এ পর্যন্ত তার এলাকা সম্বন্ধে সংযত মনোভাব প্রকাশ করেছে। বিবদমান পক্ষগুলির স্পষ্ট সম্মতি ছাড়া আন্তর্জাতিক আদালত কোন ক্ষেত্রেই বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি।

আবশ্যিক (Compulsory) : Statu-এর ৩৬ নং ধারা অনুসারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সদস্যরা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আদালতের আবশ্যিক একালায় বিচার প্রার্থনা করতে পারে। বিষয়গুলি হল—

* চুক্তির ব্যাখ্যা,
* আন্তর্জাতিক আইনের কোন প্রশ্ন,
* আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব
* আন্তর্জাতিক দায়িত্ব লঙ্ঘন করার জন্য ক্ষতিপূরণের প্রকৃতি ও পরিমাণ।

পরামর্শদানমূলক (Advisory) : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থার পরামর্শদাতা হিসাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি কোন আইনগত সমস্যা দেখা দেয় তাহলে সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ এবং অন্যান্য সংস্থাও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। তবে এই পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়।

মূল্যায়ন :

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হওয়া সত্বেও আন্তর্জাতিক বিচারালয় নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বিচারালয়ের বিভিন্ন এলাকার কোনো কার্যকরী মূল্য নেই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন সার্বভৌম সংস্থা না হওয়ায় আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করা যায় না। এই বিচারালয়ের রায় বিবদমান রাষ্ট্রগুলি উপেক্ষা করলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। তবে এই সকল সীমাবদ্ধতা সত্বেও আন্তর্জাতিক বিচারালয় যে একেবারে ব্যর্থ তা বলা যায় না। বিভিন্ন বিরোধ নিরসনে আন্তর্জাতিক বিচারালয় সাফল্যের নজির রাখতে সক্ষম হয়েছে। যেমন, কাম্পুচিয়া ও থাইল্যান্ডের মধ্যে মন্দিরকে কেন্দ্র করে বিরোধ মীমাংসা, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে কতগুলি দ্বীপপুঞ্জকে নিয়ে বিরোধ মীমাংসা, সাধারণ সভাকে নতুন সদস্য গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ দান, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার মর্যাদার প্রশ্নে এবং

তত্ত্বাবধায়ক শক্তি হিসাবে দক্ষিণ-আফ্রিকার দায়িত্ব সম্পর্কে মতামত দান প্রভৃতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয় সাফল্যের ছবি এঁকেছে। বিশ্ব রাজনীতিতে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি এই প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছে। এছাড়া বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনে যেখানে সাধারণ সভা বা নিরাপত্তা পরিষদ ব্যর্থ হয়েছে সেখানে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাছ থেকে বিশেষ কিছু আশা করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ভূমিকার সঠিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশ্ব রাজনীতির এবং বিচার করার ক্ষেত্রে বিচারকদের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার কথা বিবেচনা করা অবশ্যই দরকার।

Political Science (GE), SEM - IV

কর্মদপ্তর এবং মহাসচিব

(Secretariat and The Secretary General)

Prof. Md Reja Ahammad

Dept. of Political Science

সচিবালয় রাষ্ট্র সংঘের একটি প্রধান বিভাগরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সচিবালয় ১ জন মহাসচিব, ৮ জন সহসচিব নিয়ে গঠিত হয়। সচিবালয়ের অধীনে ৮ টি প্রধান বিভাগ রয়েছে। প্রতিটি বিভাগের প্রধান হলেন এক জন সহকারী সচিব। এই বিভাগগুলি হল— নিরাপত্তা পরিষদ সংক্রান্ত দপ্তর, অর্থনৈতিক দপ্তর, সামাজিক দপ্তর, অছি সংক্রান্ত দপ্তর, জনতথ্য দপ্তর, সম্মেলন ও সাধারণ সেবা, প্রশাসনিক ও আর্থিক সেবা এবং আইন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যমনি এবং প্রাণকেন্দ্র হলেন মহাসচিব। সনদের ৯৭ নং ধারা অনুসারে মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক নিযুক্ত হন। মহাসচিবকে নির্বাচন করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের ৫ স্থায়ী সদস্যসহ অন্তত ৯ সদস্যের সম্মতি সূচক ভোটে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। এই সুরাপিশ সাধারণ সভা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সমর্থন করলে মহাসচিব নিযুক্ত হন।

জাতিপুঞ্জের সনদে মহাসচিবের কার্যকাল সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। ১৯৪৬ সালে সাধারণ সভা স্থির করে যে সহাসচিব ৫ বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন। তবে সাধারণ সভা ইচ্ছা করলে তাকে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য পুনর্নির্বাচিত করা হয়।

রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব যে সব কার্যাবলী সম্পাদন করেন সেগুলি হল—

সাধারণ প্রশাসনিক কার্যাবলী : রাষ্ট্রসংঘের প্রধান প্রশাসকরূপে মহাসচিব বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী তদারক করেন ও তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন। তিনি বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির কার্যের তত্ত্বাবধান করেন। তিনি রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের সংযোগ রক্ষা করেন।

টেকনিক্যাল কার্যাবলী : মহাসচিবের টেকনিক্যাল কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আইনগত বিষয়ে রেকর্ড রাখা ও রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সমীক্ষা করা। মহাসচিব রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করতে পারেন ও টেকনিক্যাল ব্যাপারে পরামর্শ দেন।

আর্থিক দায়িত্ব : মহাসচিবকে আর্থিক দায়িত্বও পালন করতে হয়। তিনি বিভিন্ন বিভাগের জন্য ব্যয় বরাদ্দও স্থির করেন, সদস্য রাষ্ট্রদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন ও রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত বিভাগ ও বিশেষ সংস্থার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করেন। সাধারণ সভার কাছে তিনি রাষ্ট্রসংঘের বাজেট পেশ করেন।

সচিবালয়ের সংগঠন ও প্রশাসন : রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব ও সচিবালয়ের সংগঠন ও আভ্যন্তরীণ প্রশাসন তদারক করেন। তিনি সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত বিধি অনুযায়ী সচিবালয়ের কর্মচারীদের নিয়োগ করেন এবং তাদের কাজকর্মের প্রতি নজর রাখেন।

প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী : মহাসচিব কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিমূলক কার্য সম্পাদন করেন। রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদের সঙ্গে, সদস্য নয় এমন রাষ্ট্র ও অন্যান্য আন্তঃ সরকারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে মহাসচিব রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিত্ব করেন।

রাজনৈতিক কার্যাবলী : মহাসচিব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রতিটি বিভাগের আলোচ্যসূচী প্রণয়ন করেন ও সাধারণ সভা ও অছি পরিষদের আলোচ্যসূচীতে যে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। তিনি সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অছি পরিষদ ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আলোচ্য বিষয়ে যে কোন লিখিত বা মৌলিক বিবৃতি পেশ করতে পারেন এবং সাধারণ সভার কমিটিগুলির কাজকর্মের তদারকি করতে পারেন। তিনি হিংসা ও উত্তেজনা বন্ধ করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে পারেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মহাসচিব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ব্যক্তি। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী সেই কথাই প্রমাণ করে।

বিস্তারিত পাঠের জন্য—

* আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সংগঠন ও পররাষ্ট্রনীতি— শক্তি মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়
* আন্তর্জাতিক সংগঠনের রূপরেখা— অনাদিকুমার মহাপাত্র